এক নজরে জালালাবাদ গ্যাস

১। অর্গানাইজেশনের নামঃ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড।

২। কোম্পানি গঠনের তারিখ ও রেজিঃ নংঃ ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬, রেজিঃ নং-সি-১৭০৩০/৪৩৪।

৩। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ঃ গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট-৩১০০, বাংলাদেশ।

৪। তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ বাংলাদেশ তৈল গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।

৫। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/তৈল,গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

৬। সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে ‘হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প’ বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ‘সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প’ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দুটি ১৯৭৭ সালে একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারী হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার শরীফে গ্যাসের শিখা প্রজ্জলনের মাধ্যমে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাস সরবরাহের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় JGTDSL গঠিত হয় এবং পেট্রোবাংলার অধীনে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

৭। আওতাভুক্ত এলাকাসমূহঃ সিলেট বিভাগ (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা)।

২২টি উপজেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং

- শাহজীবাজার
- মাধবপুর
- বাহুবল
- আউশকান্দি/নবীগঞ্জ
- শ্রীমঙ্গল
- ছাতক
- ফেঞ্চুগঞ্জ
- সিলেট শহরের কুমারগাঁও এলাকার বিদ্যুৎ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান

৮। আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়সমূহের নাম ও কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ

- সিলেট শহর (সিলেট পূর্ব, সিলেট পশ্চিম, সিলেট দক্ষিণ, সিলেট উত্তর) ১ জানুয়ারী, ১৯৭৮;
- ফেঞ্চুগঞ্জ জুন ১৯৯৬;
- গোলাপগঞ্জ ২১ জুন ১৯৮৬;
- বিয়ানীবাজার ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮,
- ছাতক ১৬ জানুয়ারী ১৯৮৭;
- সুনামগঞ্জ ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩;
- মৌলভীবাজার ২১ অক্টোবর ১৯৮৫;
- কুলাউড়া ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫;
- শ্রীমঙ্গল ১৭ মার্চ ১৯৮৬;
- হবিগঞ্জ ২৯ জুলাই ১৯৮৫
- শাহজীবাজার অক্টোবর ১৯৮৭;
- মাধবপুর ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০;
- নবীগঞ্জ ৩০ জুন, ২০১২
- বড়লেখা সাইট অফিস ১ জানুয়ারি, ২০১৫।

৯। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনঃ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা।

১০। কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনঃ ৭০,৪৮,১৬,২০০.০০ টাকা। (ওয়েবসাইট)

১৩২,৭৪,৭১,৮০০/= টাকা (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১)

১১। কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যাঃ ৭০,৪৮,১৬২ টি (প্রতিটি শেয়ার ১০০ টাকা)। (ওয়েবসাইট)

১,৩২,৭৪,৭১৮টি শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের। (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১)

১২। কোম্পানির ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসঃ www.jalalabadgas.org.bd

১৩। কোম্পানির ইমেইল অ্যাড্রেসঃ jgtdslho@gmail.com

১৪। দৈনিক গ্যাস বিক্রয় (গড়): ৩৯৫.৮৪৬ এমএমসিএফডি (২০২০-২০২১ অর্থবছর)।

বর্তমানে নিয়োজিত জনবলঃ ২৪৩+১৮৪=৪২৭ জন

১৫। মাসিক রাজস্ব আয়ঃ ২৩৫.৭২ কোটি টাকা (গড়ে) (২০২০-২১ অর্থ বছর)।

১৬। ঋণ ও ইক্যুইটিঃ ৪৭.৯৩ কোটি টাকা এবং ১১৫৮.৭০ কোটি টাকা। ঋণ ও ইক্যুইটি = ৪:৯৬।

১৭। গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কঃ

ট্রান্সমিসন পাইপলাইন - ৫২৫ কিলোমিটার,

বিতরণ পাইপলাইন - ১,৩৪০ কিলোমিটার

সার্ভিস লাইন - ১,২২৫ কিলোমিটার

অন্যান্য (গ্রাহক ব্যয়ে নির্মিত) - ৭৪৮ কিলোমিটার

সর্বমোট - ৩,৮৩৬ কিলোমিটার।

১৮। ক্যাটাগরী অনুসারে গ্যাস সংযোগ সংখ্যা (সেপ্টেম্বর,২০২১) : পর্যন্ত

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	সংযোগ সংখ্যা
১	বিদ্যুৎ	১৯
২	ক্যাপটিভ পাওয়ার	১২৫

৩	সার কারখানা	০১
৪	সিএনজি	৫৯
৫	শিল্প	১১৮
৬	চা-বাগান	১০০
৭	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৪৫৯
৮	হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট	৮০৩
৯	গৃহস্থালী (বার্ণার)	২,১৯,৭৭০
মোট		২,২১,৪৫৪

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন,২০২১ -এর গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণঃ

ক্রমিক নং	গ্যাস বিক্রয়ের খাত	গ্যাস বিক্রয় (এমএমসিএম)
১.	বিদ্যুৎ	২৬৮.৪২৩
২.	সারকারখানা	৩৩.১০১
৩.	শিল্প	২৫.২৮৮
৪.	হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	০.৭৭৬
৫.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	০.৬২৬
৬.	চা-বাগান	৩.৩৫০
৭.	গৃহস্থালী	১৭.০৮৮
৮.	সিএনজি	১০.৮০০
৯.	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২২.১৫০
	মোট বিক্রয়	৩৮১.৬০২

গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নং	নির্মিত পাইপলাইনের ধরন	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১.	ট্রান্সমিশন পাইপলাইন	৪৬৮.৩৮৭
২	বিতরণ পাইপলাইন	১৩৩৮.৮১১
৩.	ফিডার মেইন ও সার্ভিস পাইপলাইন	১২২৪.৭২১
৪.	অন্যান্য (গ্রাহক ব্যয়ে নির্মিত)	৮০৩.৯৫৩
	সর্বমোট	৩,৮৩৫.৩৬৫

জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দুটি ১৯৭৭ সালে একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারী হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার শরীফে গ্যাসের শিখা প্রজ্জলনের মাধ্যমে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাস সরবরাহের সূচনা হয়। সিলেট চা বাগান গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প-১, সুনামগঞ্জ শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প, কৈলাসটিলা-ছাতক পাইপলাইন প্রকল্প ও ছাতক শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের বিস্তৃতি ঘটে এবং ১৯৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর হতে কোম্পানী আইনের আওতায় আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ পেট্রোবাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) এর কার্যক্রম শুরু হয়।

জালালাবাদ গ্যাস প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এর আওতাধীন সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে দেশের

জ্বালানি আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১.১ রুপকল্পঃ:

জালালাবাদ গ্যাস অধিভুক্ত এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ পরিবহন এবং বিতরণ ।

১.২ অভিলক্ষ্যঃ

সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান, প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহঃ

১.৩.১ জেজিটিডিএসএল এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহঃ

১। জ্বালনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২। বকেয়া গ্যাস বিল আদায় বৃদ্ধিকরণ ও বকেয়া পাওনা মাসের গড় বিক্রয়ের সমতুল্য হ্রাসকরণ।

৩। গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, চা-বাগান)।

৪। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।

৫। পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপন/সুষমকরণ।

৬। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

পরিচালনা পর্ষদ

এ বি এম আব্দুল ফাত্তাহ্, চেয়ারম্যান, জালালাবাদ গ্যাস পরিচালনা পর্ষদ ও চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা

মোঃ রুহুল আমীন, পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস পরিচালনা পর্ষদ ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা

প্রকৌ. শোয়েব আহমেদ মতিন, পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ, সিলেট

ORGANOGRAM OF JALALABAD GAS T & D SYSTEM LTD.

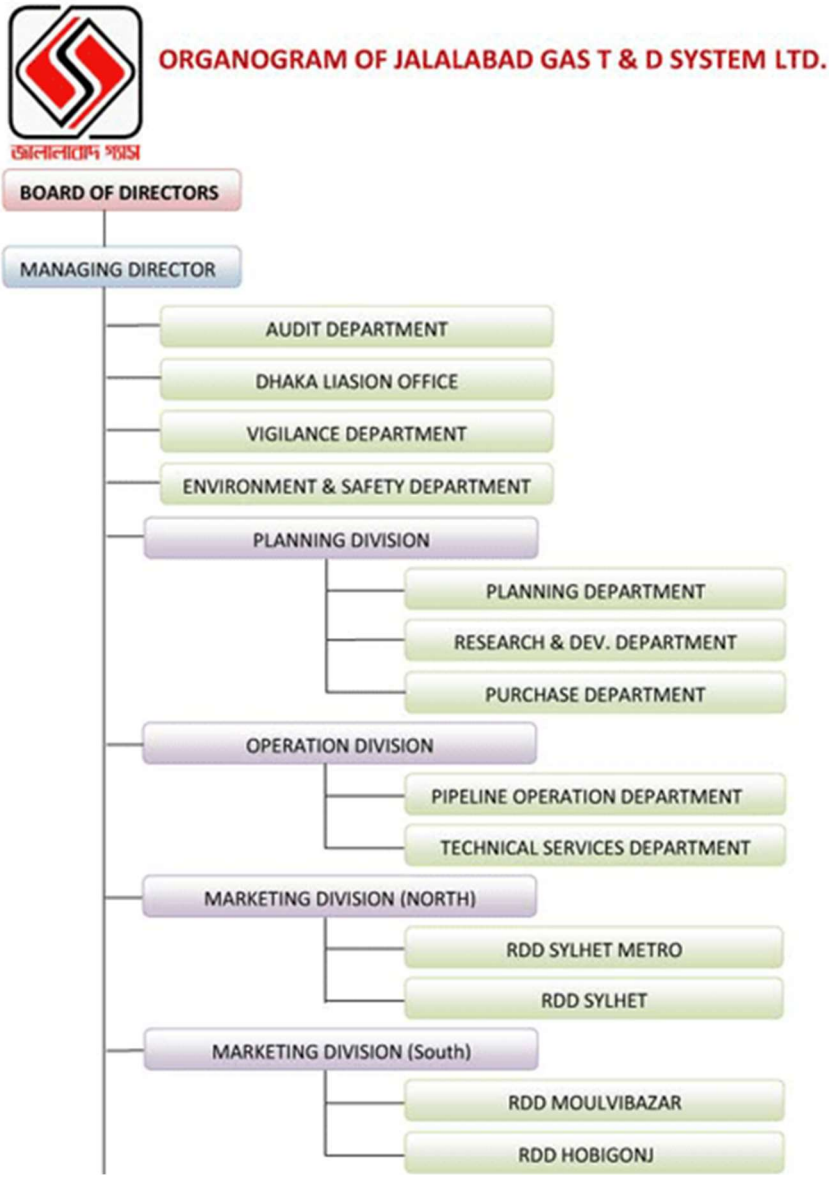

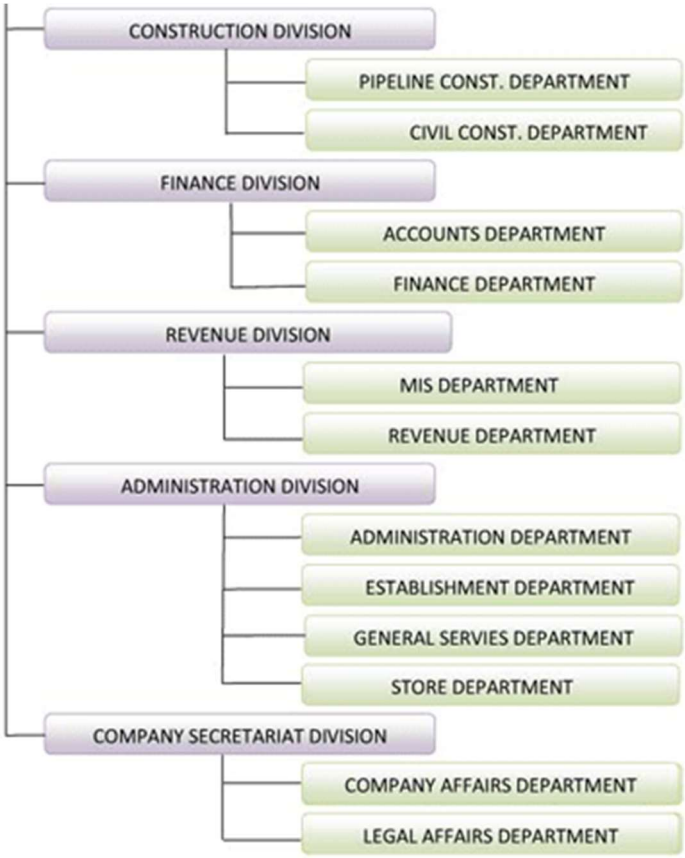

প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আসছে সিলেটে গ্যাসের গ্রাহকরা: ১২০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

প্রকাশের সময় : ৪ নভেম্বর, ২০২১

গৃহস্থালি পর্যায়ের প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আসছেন সিলেটে গ্যাসের গ্রাহকরা। এতে গ্যাসের অপচয় রোধ যেমন ঘটবে তেমনি সাশ্রয় হবে বাড়তি বিল। গ্যাসের প্রি-পেইড মিটারের জন্য জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডের (জেজিটিডিএসএল) পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় ১২০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প। এর মধ্যে আহ্বান করা হয়েছে দরপত্র। আগামী মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শুরুর আশাবাদ ব্যক্ত

করেছেন সংশ্লিষ্টরা। সিলেটের আবাসিক পর্যায়ে গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটারের আওতায় নিয়ে আসার এটিই প্রথম উদ্যোগ। প্রাথমিক অবস্থায় সিলেটের ৫০ হাজার গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখার কারণে অপচয় হয় মূল্যবান গ্যাসের। এছাড়া বারবার গ্যাসের দাম বাড়ার কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন গ্রাহকরা। এই দুই কারণে মূলত গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠান দুই পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ অবস্থায় গৃহস্থালি পর্যায়ে গ্যাসের অপচয় রোধ এবং গ্যাসের কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সিলেটে প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের। জেজিটিডিএসএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী শোয়েব আহমদ মতিন জানান, ‘ দরপত্র আহ্বান করেছি আমরা। দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হলে আগামী মার্চের মধ্যে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।’ এছাড়া এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ক্রেতাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে সচেতনতা। অনেককে ম্যাচের কাঠি বাঁচাতে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখেন অপ্রয়োজনে। প্রি-পেইড মিটার যুক্ত হলে এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন তারা। আবার অনেক গ্রাহক আছেন সারা মাস গ্যাস ব্যবহার না করলেও নির্ধারিত বিল পরিশোধ করতে হয় মাস শেষে। সেকারনে এখন যে যতটুক গ্যাস ব্যবহার করবেন ততটুকুর বিল দিতে হবে কেবল। জেজিটিডিএসএল সূত্রে মতে, ২০১৯ সালে এ ব্যাপারে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ১১৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। যাচাই-বাছাই শেষে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকল্পটি অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্প করতে হবে বাস্তবায়ন। এটি বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি আবাসিক গ্রাহকের মাসিক গড় গ্যাস ব্যবহার ৬৬ ঘনমিটার থেকে ৪০ ঘনমিটারে নেমে আসবে। ফলে গ্রাহক প্রতি গ্যাস সাশ্রয় হবে গড়ে ২৬ ঘনমিটার। গ্যাস বিতরণ লাইনের রোধ হবে লিকেজজনিত অপচয়ও। বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ আবাসিক গ্রাহক রয়েছেন জালালাবাদ গ্যাসের। প্রথম অবস্থায় ৫০ হাজার গ্রাহকের মধ্যে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় নিয়ে আসা হবে। পর্যায়ক্রমে বাকিদেরও মিটারের আওতায়

নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় রোধ করা যাবে বলে মনে করেন জালালাবাদ গ্যাসের কর্মকর্তারা। এই প্রকল্প বাস্তায়নে গ্রাহকদের সহযোগিতা চেয়ে সম্প্রতি সিলেটের স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ। এতে বলা হয়, মূল্যবান জাতীয় সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয়রোধ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সংযোগকৃত আবাসিক গ্রাহকদের প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে শিগগিরই মাঠপর্যায়ে জরিপ কাজ শুরু করা হবে। আগামী মার্চ ২০২২ (সম্ভাব্য) থেকে পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে গ্রাহক আঙিনায়। প্রকল্পের কাজের জন্য জালালাবাদ গ্যাসের পরিচয়পত্র সহ কর্মীরা বাসাবাড়িতে যাবেন গ্রাহকদের। তাদের সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকল্পের আওতায় তথ্যকেন্দ্র, হারানো তথ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র ও অনলাইন সিস্টেমের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সফটওয়্যার স্থাপন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক (পিডি) লিটন চন্দ্র নন্দী বলেন, ‘প্রথমে সিলেট নগরীর ৫০ হাজার গ্রাহকদের নিয়ে আসা হবে এ সেবার আওতায়। পরবর্তী সময়ে পুরো সিলেট নগরীই প্রি-পেইড মিটারের আওতায় চলে আসবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ছোট পরিবারের একজন গ্রাহক এক হাজার টাকায় তিন মাস গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন। অথচ দুই চুলার গ্যাসের জন্য এখন প্রতি মাসে গ্রাহক খরচ করছে ৯৭৫ টাকা।জালালাবাদ গ্যাস অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে একজন আবাসিক গ্রাহক মাসে গড়ে ৬৬ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার করেন। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন হলে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৪০ ঘন মিটার গ্যাস ব্যবহার করবেন। এর ফলে অনায়াসেই ২৬ ঘনমিটার গ্যাস সাশ্রয় হবে ।

সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে একজন গ্রাহক দ্বৈত চুলার জন্য বিল দেন ৯৭৫ টাকা। প্রিপেইড মিটার স্থাপন করলে একজন গ্রাহক মাসে মাত্র ৩০০

টাকার গ্যাস ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে একজন গ্রাহকের মাসে প্রায় ৬০০ টাকা সাশ্রয় হবে।

জালালাবাদ গ্যাসের উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) প্রকৌশলী মো. আবু বকর সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রকল্পটি একনেকে পাস হবার পর বর্তমানে তা আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের অপেক্ষায় রয়েছে। দরপত্র আহবানের পর প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।

প্রথম পর্যায়ে নগরীর ৫০ হাজার গ্রাহককে প্রিপেইড মিটার দেয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের সফল সমাপ্তির পর ২য় পর্যায়ে আরও ৫০ হাজার গ্রাহককে প্রিপেইড মিটার সংযোগ দেবার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। তবে এজন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ জিআই (ধাতব পাইপ) লাইনে লিকেজ জনিত কারণে গ্যাসের প্রচুর অপচয় হয়। অনেক সময় লিকেজ লাইনে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটে। প্রিপেইড মিটার সিস্টেম চালু হলে গ্যাসের অপচয় অনেকাংশেই রোধ করা যাবে বলে জানান এ কর্মকর্তা। বর্তমানে জালালাবাদ গ্যাসের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে হযরত শাহজালাল (রহ:) এর মাজারে গ্যাস সংযোগ প্রদানের মধ্য দিয়ে জালালাবাদ গ্যাস সর্বপ্রথম গ্রাহক সেবা শুরু করে।

জালালাবাদ গ্যাসের ২৬৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

২২ নভেম্বর ২০২১

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, সিলেট-এর ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার অনুষ্ঠিত সভায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৬৩.৯৫ কোটি টাকা কর-পূর্ব মুনাফা অর্জনের বিবরণী তুলে ধরা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ্। সভায় কোম্পানির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানি ৪০৯১.৩১৯ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রি করে ২,৮২৮.৫৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ১৯১.১৫ কোটি টাকাসহ মোট ৩,০১৯.৭৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি ২৬৩.৯৫ কোটি টাকা কর-পূর্ব মুনাফা অর্জন করে।

আলোচ্য বছরে ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও আমদানী শুল্কসহ মোট ১৬৬.৮৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে, যা গত অর্থ বছরে ছিল ১৪১.৩৪ কোটি টাকা।

কক্সবাজারের মহেশখালিতে প্রতিটি দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ভাসমান LNG টার্মিনাল স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে বর্তমানে দৈনিক ৫৬০-৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট Regasified LNG সরবরাহ করা হচ্ছে।

কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্থলভিত্তিক LNG টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানির সিস্টেম লস ০.৫৫% এ সীমাবদ্ধ ছিল।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৫.৩৬ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয় বাবদ মোট রাজস্ব আয় ২৮২৮.৫৯ কোটি টাকা (বিগত বছরের চেয়ে প্রায় ৮% বেশি)।

২০২০-২১অর্থবছরে ১টি বিদ্যুৎ, ৯টি শিল্প, ৪টি ক্যাপটিভ পাওয়ার, ২টি চা বাগান ও ১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ মোট ১৭টি নতুন গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ ৩৯৫.৮৪৬ মিলিয়ন ঘনফুট। (৬৯% যাচ্ছে আওতাধীন এলাকার ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, যারা দেশের ১৭% বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, অর্থাৎ ১৮০০ মেগাওয়াট।

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের আওতায় কোম্পানিতে ই-নথি কার্যক্রম চালু রয়েছে। বৃহৎ ক্যাটাগরীর ৭৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে JGTDSL এর অবস্থান আগস্ট, ২০২০ মাসে ১৭তে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে ই-নথির ব্যবহার ৯৮%। ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমের আওতায় CPTU এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ২০১৬ সাল থেকে এখানে ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ২২টি কাজের দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। (বা. প্র. ২০২০)

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করছে।

১. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট-এ গ্যাস সরবরাহ

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মgণালয়ের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট- দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লি, কর্তৃক ৩০ কিমি, পাইপ্রাইন (৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের ৭ কিমি, এবং ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের ২৩ কি.মি.), ২টি ডিআরএস/সিএমএস ও ২টি সিপি ষ্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক উপকরণ সংগ্রহপূর্বক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ইতোমধ্যে ২১ কি.মি. পাইপলাইন, ২টি সিপি ষ্টেশন, ১টি আরএমএস নিমণি কাজ সম্পন্ধ হয়েছে এবং ১টি খ্রিআরএস এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

তবে, সিলেট এয়ারপোর্ট সড়কে পাইপলাইন স্কুট ৮০০ মিটার অংশে বনবিভাগের অনুমোদন না পাওয়ায় পাইলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ব্রা সম্ভব হচ্ছে না। বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে, উক্ত অংশে

পাইপলাইন স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেলে দ্রুততম সময়ে পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন া সম্ভব হবে। সালুটিকর এলাকায় সারি-গোয়াইন নদী আড়াআড়ি ক্রসি (HDD) কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ বৈদেশিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাবতীয় বৈদেশিক মালামাল সংগ্রহপূর্বক নদীর তলদেশ বরাবর পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নদীর দুই পাশে ২টি ভা ষ্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান আহে। আশা করা যাচ্ছে, নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট-এ প্যাস সরবরাহের নিমিত্ত স্থাপিত স্টেশন ও পাইপলাইনের কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

(খ) জেজিটিজিএফএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প : জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধ, প্রি-পেমেন্ট সিষ্টেমের মাধ্যমে গৃহস্থালী পর্যায়ে যুগোপযোগী বিলিং সিষ্টেম প্রবর্তন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ব্যয় হ্রাসকরণসহ, গ্যাসের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন সিলেট শহরের বিভিন্ন এলাকায় গৃহস্থালী গ্রাহকদের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্পটি গত ০৮-০২-২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোনর মত করে। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১১৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ৩১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি (এয়ারকন্ডিশনার, ফটোকপিয়ার মেশিন), কম্পিউটার (প্যাকেজ-১) এবং মনোহারি সামন্ত্রী (প্যাকেজ-১) ক্রয় কাজ সম্পন্ন প্রাা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে শতভাগ আর্থিক অগতি অর্জিত হয়েছে।
প্রকল্পের কাজে সার্বিকভাবে সহায়তাণের নিমিত্ত স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে QCBS পদ্ধতিতে আহবানকৃত EO, পরবর্তীতে ইস্যুকৃত

RFP দলিলের বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্থর মূলায়নান্তে সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ স্কোরার ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রা. লি. (ডিটিসিএল), ঢাকা এক জেজিটিডিএসএল-এর মধ্যে গত ১৪-০৭-২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী ১৮-০৭-২০২১ তারিখ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ইপিসি ভিত্তিতে ডাটা সেন্টার স্থাপন, টেস্টিং-কমিশনি এবং ৫০,০০০ প্রি-পেইড মিটার সরবরাহস্থাপন কমিশনিং কাজের ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহবানের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র দলিল প্রস্তুতপূর্বক ১৯-০৮-২০২১ তারিখে কোম্পানিতে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে কোম্পানি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করতঃ ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখ দরপত্র গ্রহণ ও উন্মুক্তকরণের জন্য ধার্য করা হয়েছে।

(গ) গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় ৯ (নয়) টি শিল্প শ্রেণির গ্রাহক বরাবর গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যাসের (৬" হ্যাসের ১১৮০ মিটার, ৪" ব্যাসের ৫০০ মিটার, ৩" ব্যাসের ১৮৭০ মিটার এ ২ ব্যাসের ১৮১৩ মিটার) মোট ৫,৩৬৩ মিটার বা ৫,৩৬৩ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) গ্রাহক সংযোগ

কোম্পানি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এটি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১টি বিদ্যুৎ, ৪টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ১টি শিল্প, ২টি চা-বাগান এবং ১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিসহ মোট ১৭জন গ্রাহককে গাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১৪২.৮৬% বেশি। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে কোম্পানির পুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২২১৪৫৯ টি।

২. বিপণন কার্যক্রম

(ক) গ্যাস ক্রয় :

কোম্পানি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৭,০৩০,০০০ এমএমসিএন এর বিপরীতে ৪,১১৭৭৭৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। এ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬২.৯৯১ ও ৫৪৫.৭১৪ এমএমসিএম অর্থাৎ, জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ১,১০৮,৭০৫ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আঞ্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড থেকে যথাক্রমে ১,২৮২,১৫১ ও ১,৭২৬-৯২২ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ৩,০৯.০৭৩ এমএমসিএম গ্যাস কয় লা হয়। জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) হতে সর্বমোট ৪ ১১৭,৭৭৮ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারী মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ এবং আর্জিাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস এয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২৭:৭৩, যা দিয়ে হুক আকারে উল্লেখ করা হলো :

(খ) গ্যাস বিক্রয়

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪,০২৫.৫৮০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৪,০৯১.৩১৯ মিলিয়ন মিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমারা ২,৮২৭.c০ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজত্ব আয় ২,৮২৮.৫৯ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিয়ে প্রদান করা হলো।

উপযুক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১.৬৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের মূল্য ৩,০৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিকরণ ও পুসংযোগ কার্যক্রম

কোম্পানির রাজ আদায়ের লক্ষ্যে ফেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩টি শিল্প, ১টি সিএনজি, বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতায় ৬৩টি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ৪২টি ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প এক ৩ ৪৬৪ জন আবাসিসহ মোট ৩,৫৭৩ জুন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছি করা হয়, যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৬০৯৪.০৪ লক্ষ টাকা। সহযোঙ্গ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ২,১৬৫.৮২ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ১টি শিল্প, ১টি সিএনজি, বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতায় ৪২টি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ২৪টি ক্ষুদ্র ও কুটি শিল্প এবং ২,৯৫১টি আবাসিকসহ সর্বমোট ৩,০১৯ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিমরূপ ।

(ঙ) অনলাইন বিলিং পদ্ধতি চালুকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির অধিভুক্ত সিলেট বিভাগের আওতাধীন গ্যাস গ্রাহকগণের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাস বিল আদায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ চলু করা হয়েছে।

মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে অর্থাৎ মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে কোন ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ভিসা/মাস্টার লগো সম্বলিত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকে গমন ব্যতীতই যে কোন সময় গ্রাহকদের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

• বিকাশ লিমিটেড, শিওর ক্যাশ, আণী লুয়ার সার্ভিসেস, রকেট এবং ‘‘ওকে ওয়ালেট এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস কিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

• মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস Gpay এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস RobiCash এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর ইউনিফাইড পেমেন্ট সিস্টেম একপে (ekPay)-এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাস বিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি, এর মাধ্যমে Application Programming Interface (API) Based রিয়েল টাইম গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ব্যাংকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস বিল প্রদানকারী গ্রাহকগণের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে অটো ডেবিট স্যান্ডিং ইন্ট্রাকশন এর মাধ্যমে ওয়ান ব্যাংক লি. এর API Based রিয়েল টাইম পাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও কোম্পানির নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে কোম্পানির গ্যাস গ্রাহকগণের গ্যাস বিল আদায় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

৩, আর্থিক কার্যক্রম আমি এখন কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(ক) আয় ও ব্যয় ; ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানি গ্যাস বিপণন বাবদ ২,৮২৮.৫৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ১৯১১৫ কোটি টাকাসহ মোট ৩,০১৯৭৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ৪৩৯,১২ কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ২,১৬,৬৭ কোটি টাকাসহ ২,৭৫৫,৭৯ কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানি মোট

২৬৩.৯৫ কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ১৮৪,৩ কোটি টাকা করার নীট মুনাফা অর্জন করেছে।

(খ) সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানি ডিএসএল বাবদ ৬১৬ কোটি, লভ্যাংশ কল ৭০.৭৫ কোটি, আয় বাবদ ৭৮ ৯৬ কোটি ও আমদানি শুল্ক বাবদ ১১.০১ কোটি টাকাসহ মোট ১৬৬.৮৮ কোটি টাকা সরকারী কোঘারে জমা প্রদান করেছে, যা গত অর্থ বছরে ছিল ১৪১.৩৪ কোটি টাকা।

(গ) হুইলিং চার্জ। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জিটিসিএল, দালাইন (পেট্রোবাংলা) এবং তিতাস গ্যাস-এর সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায় সরবরাহকৃত গ্যাসের দুইলিং চার্জ বাবদ ৯২.৪১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। (ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) চার্জ। তণীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (L.NG) আমদানির বিপরীতে মূল্য পৰিশোধের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে LNG ঢাঞ্জ হিসেবে ১৫৩৫.৪০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(৪) দ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) : গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের মজুল?'উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে গ্রাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে উক্ত খাতে মোট ১০৮.৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

(চ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESE) । জ্বালানি ব্যবহার ও সরবরাহে নিরাপত্য বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন রা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে উক্ত তহবিলে মোট ১২০.১৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

(ছ) আর্থিক পর্যালোচনা : ২০২০-২০২১ অর্থ বন্ধুরে ১০১.৩৯ কোটি টাকা কাল বাজেট বাব্দের বিপরীতে প্রকৃত রাজত্ব ব্যয় হয় ২৯.৬৫ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দ হতে ২১.৭৪ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ২১.৪৪ ভাগ কম। আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির স্থায়ী সম্পদের উপর কর-পূর্ব মুনাফা ৪৮.৩২%, ঋণ ও মূলধনের অনুপাত ৪: ১৬। কণ সে অনুপাত ৩৬,৩৩ টাইমস। উপযুক্ত অনুপাতসমূহ কোম্পানির সন্তোষজনক আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন।

৪, বকেয়া রাজত্ব কোম্পানির সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট জুন ২০২১ পর্যন্ত গ্যাস বিল বাবদ পাওনা অর্থের পরিমাণ ৫৯০.৩০ কোটি টাকা, যা ২.২৩ মাসের গড় বিলের সমতুল্য। কোম্পানির খাতওয়ারি বন্মোর পরিমাণ নিয়ে ছক আকারে উল্লেখ করা হলো :

৫. অপারেশনাল কার্যক্রম।

(ক) ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম উন্নয়ন, মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ । শ্বাস অতিমাত্রায় দাহ্য একটি পদার্থ, যা এমএস পাইপলাইন-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ স্বা হয়। পাইপলাইন-এর ক্ষয়জনিত কারণে গ্যাস লিকেজ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসহ জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই জনগণের জানমালের নিরাপত্তাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ব পাইপের ক্ষয়রোধকল্পে ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম একটি অপরিহার্য কারিগরি ব্যবস্থা। তদপ্রেক্ষিতে, জেজিটিডিএসএল-এর উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপলাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপলাইন-এর ক্ষয়রোধ ব্যবছু কার্যকর রাখা এবং নিরাপল গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের স্বার্থে ক্যাথত্তিক প্রটেকশন সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, বৃক্ষণাবেক্ষণ, মনিটরিং ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, জেজিটিডিএসএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এর বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত ৩৭ (সাইত্রিশ)টি সিপি ষ্টেশন নিয়মিত সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখা হয়েছে।

(খ) গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ । জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন ২(দুই)টি টিবিএস, ৩৭(সাইত্রিশ)টি খ্রিআরএস ও ২১(একুশ)টি সিএমএস রয়েছে। বর্ণিত টিবিএস এবং ডিআরএস-এর মাধ্যমে ১৫(পনের)টি আঞ্চলিক বিরূণ কার্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত টিবিএস ও ডিআরএসসমূহে স্থাপিত সকল সরঞ্জামাদি রুটিন পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন গ্রাহকের টারবাইন মিটারের সাথে ইভিসি স্থাপন, ইভিসি কনফিগারেশন, ইভিসি পরীক্ষাকরণ, ইজিসি মনিটরিং, ডাটা ডাউনলোভ কার্যক্রম, ইভিসি ব্যাটারী পরিবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। একইসাথে টিবিএস ও ভিআরএস-এ স্থাপিত অডোরাইজার ইউনিট-এ অডোরেন্ট গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কে চার্জ করা হয়। ২১(একুশ)টি সিএমএস-এর মধ্যে ১৮ (আঠারোটি সিএমএস বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্রসমূহে, ১(এক)টি সার কারখানা, ১(এক)টি সিমেন্ট কারখানার জন্য এবং ১ (এক)টি কোম্পানির গ্যাস মেওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, বছরব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণি গ্রাহকের গ্যাস সংঘোগের নিমিত্ত নতুন আরএমএস নির্মাণ, প্যান্স দেড় বৃদ্ধির জন্য আরএমএস মডিফিকেশন কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

(গ) মিটার সিলিং ও ক্যালিব্রেশন কাজ : জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটার/গ্যাস সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে টাইটেনিয়াম পুটি দ্বারা সিলিং/রি-সিলিং কাজ সম্পাদন করা হয়। কোম্পানির ১০(দশ)টি স্টেশনে স্থাপিত অরিফিস টারবাইন মিটারসমুহে সংযুক্ত চার্ট রেকর্ডার ও ট্রান্সমিটার রেকর্ডার-এর ক্যালিব্রেশন কাক্স জিটিসিএল ও গ্যাস ফিসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সিডিউল মোতাকে সম্পাদন করা হয়। এছাড়া, জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন সিএমএস, টিবিএস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্থাপিত অরিফিসটারবাইন মিটারসমূহে যুক্ত

চার্ট রেকার-এর ক্যালিব্রেশন কাজও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপছিতিতে সম্পাদন করা হয়।

(ঘ) পাইপলাইন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজ । ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩,৯৯৬ কি.মি, পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজের লক্ষ্যমা নির্ধারণ করা থাকলেও বিভিন্ন ব্যাসের পরিবহন লাইন ০.৭০ কি.মি., বিতরণ লাইন ৩.২০৯ কি.মি. ও গ্রাহক অর্থায়নে ১.৪৪৯ কি.মি-সহ সর্বমোট ৫.৩৬৩ কি.মি. পাইপলাইন প্রতিস্থাপন নির্মাণ কা হয়েছে। গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কে Leak Detection and Repair Programme সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত Brawa Consulting. Denmark-এর প্রস্তাব অনুযায়ী Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পের 3rd Monitoring Phase-03 (MP-3)-এর কার্যক্রম স্থানীয় প্রতিনিধি Prokaushali Sangsad Limited (PSL) কর্তৃক Eco Gas Asia Limited-এর নিজস্ব অর্থায়নে জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন গৃহস্থলী ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের রাইজারসমূহের গ্যাস লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামতকরণ কাজটি মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

৭. সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ :

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) : বর্তমান সরকারের বিঘোষিত নীতি নির্বাচনী ইশতেহার, রুপকল্প-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়ন) ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাশ্বমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানির কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতন্ত্রণের লক্ষ্যে গত ২৯শে জুলাই ২০১০ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বকো হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ (বিদ্যুৎ, শিল্প, ঝাপটিভ, সিএনজি ও চাবাগান) বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব

সম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সো বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তুহারুন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্নতি তদারকি নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ সুপারিশ তলারকি এক মাসিক অগতি প্রতিবেদন যথারীতি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, কোম্পানির কর্মপরিবেশ, নৈতিকতা, নিরীক্ষা, ই-ফাইলিং, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এপি-এ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা শতভাগ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জালালাবাদ গ্যাসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অর্জন প্রায় ৯৮.৪০%।

(খ) ইনোভেশন কার্যক্রম। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার আওতায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত নিক্তে ২টি পৃথক আইডিয়া গ্রহণ করা হয় ? ক) কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্যাস গ্রাহকগণ বরাবর অনলাইন-এ বর্থিক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান। ২) কোম্পানির গ্যাস এগ্রাহকগণের বিল সংগ্রহ পদ্ধতি সংস্কারকরণ এক মিটারবিহীন গ্রাহকগণের গ্যাস বিল বই ইস্যু বকরণ।

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল : মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা'র আলোকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্মপরিকল্পনা ও ক্ষাগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-এ ৬ সদস্য বিশিষ্ট নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কর নিয়মিতভাবে অগ্রগতির পরিবীক্ষণ কাঠামোর কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে সভাসহ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ন্যান্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, গ্রাহক সেবা পদ্ধতি

সহজীকরণ, জবাবদিহীতা শক্তিশালীকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক/অংশীজনদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী ও অংশীজনের সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, সন্ধাচার পুরুস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোম্পানির ১জন কর্মকর্তা ও ১জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক মনোনীত করে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও একটি সার্টিফিকেট প্রদানপূর্বক পুরস্কৃত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ভবিষ্যত কর্মপন্থা/ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) ও আহবায়ক, নৈতিকতা কমিটি বরাবর দামিল করা হয়।

(ঙ) তথ্য অধিকার ।

সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ (Statutory) প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখে "Righ to Information Act-2009" গৃহীত হয়েছে। উক্ত Act অনুসারে কোম্পানি কর্তৃক ব্যবস্থাপক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির তথ্য বাতায়ন হলনাগাদ রাখা হচ্ছে।

৮, পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম

কোম্পানির সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং ‘‘প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১" (সংশোধনীসহ) গ্যাস সঞ্চালন পরিবহণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রদান লা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। কোম্পানির আওতাধীন গ্যাস স্থাপনাসমূহ, গ্রাহকদের সিএমএস ও রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মাসিক

'এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক তথ্যাবলী প্রতিবেদন আকারে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় প্রতি বছর বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বন ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয় ও নিয়মিত বৃক্ষাদির পরিচর্যা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও যে কোন প্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণ লাইন ও স্থাপনাসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত কতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,৭৫০টি দূর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলকার সাথে মোকাবেলা করা হয়। উক্ত অর্থ বছরে গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি। কোম্পানির সকল স্থাপনার | (ভিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ এবং এর কার্যকারিতা যাচাই, প্রত্যেক স্থাপনায় পানি ও বালি ভর্তি বালতি সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, নৈশকালিন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ছাপনায় বিভিন্ন সতর্কতা সাইনবোর্ড প্রদর্শন নিশ্চিত করা এবং যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করা হয়। স্থাপনায় নিকটস্থ অগ্নি নির্বাপক অফিস ও হাসপাতালের ফোন নম্বর সংরক্ষণ, ফাষ্ট এইড বক্স সংরক্ষণ এক সিপি ষ্টেশনের কার্যকারিতার ব্যাপারে নিয়মিত তদারকি করা হয়।
কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ (ডিআরএস, টিবিএস, সিএমএস) এবং পাইপলাইন অপারেশন কার্যক্রমের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তথা দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত মোটিভেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার ফলে কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৯, অন্যান্য কার্যক্রম
(ক) EVC মিটার স্থাপন।

প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের জন্য গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরুপণে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার মিটার যেমন-ডায়াফ্রাম, রোটারী, টারবাইন, অরিসি ইত্যাদি মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। গ্রাহকদের আঙ্গিনায় স্থাপিত সাধারণ মিটারের পরিবর্তে EVC (Electronic Wolume Corrector) মুক্ত মিটার দ্বারা প্রবাহিত গ্যাসের তাৎক্ষনিক চাপ ও তাপমাত্রা এক Super Compressibility Factor বিবেচনাক্রমে গ্যাস প্রবাহ/ব্যবহার বিয়ের সঠিক পরিমাণ পাওয়া সম্ভব হয়। EvCযুক্ত মিটারের মাধ্যমে প্রবাহিত গ্যাসের তাপ ও চাপ সার্বক্ষণিক রেকর্ড করা স্তব হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জেজিটিডিএসএল-এর অধিভূক্ত এলাকায় ক্যাপটিভ শ্রেণীতে ৩টি ও সিএনজি-তে ২টিসহ ৫টি ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং জুন, ২০২১ পর্যন্ত কোম্পানির অধিভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বমোট ৭৬টি EVC মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ভিভিল্যান্স কার্যক্রম।

কোম্পানির ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের আওতায় অবৈধ পাইপলাইন নির্মাণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম

ব্যবহার, অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং বা গ্যাস ব্যবহার জনিত যে কোন ধরণের অনিয়ম রোধে নিয়মিত গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন, অবৈধ/অননুমোদিত গ্রাহকের অব চিহ্নিত করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং গ্যাস আইন/গ্যাস বিপণন নিয়নালী-২০১৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক গ্রাহকদের অপরাধ চিহ্নিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম ব্যবহার, অতিরিক্ত লো ব্যবহার ইত্যাদি অনিয়মের কারণে ৯৩টি গৃহস্থালী, ০৯টি বাণিজ্যিকসহ মোট ১০২টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

(গ) উচ্চচাপ সঞ্চলন পাইপলাইনের উপর নির্মিত অবৈধ স্থাপনা অপসারণ'উচ্ছেদ কার্যক্রম।

সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃক গঠিত উচ্চচাপ পাইপলাইনের উপর স্নাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের উপর নির্মিত ২৬০টি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক ১৯৪টি অবৈধ স্থাপনা অপল/উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং এ অভিযান জোলোভাবে অব্যাহত আছে।

(ঘ) JGDSL ও LIBL (Lafarge Ilolcina Bangladesh Ltd.) এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে LIBL কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে লাক্সেরকৃত মামলার রায় এবং উক্ত বিষয়ে চলমান International Arbitration মামলা সংক্রান্ত ।

JGTDSL ও LHBL এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে LHBL কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট দায়েরকৃত Arbitration Application No 5/2021 মামলায় ১৮-০৩-২০২১ তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিলেট ডিভিশন প্রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে LHBLকে BERC (Bangladesh Energy Regulatory Commission) নির্ধারিত হারে JGTDSL এর গ্যাস বিল পরিশোধ এবং বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ৮০,২৫,০৭,৪২৩/(নব্বই কেটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকার মধ্যে ১ মাসের ছেক্স ১০.০০ কোটি টাশ এবং অবশিষ্ট শস্যের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে, LHBL মে, ২০২১ ও আগস্ট ২০২১ মাসে ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধ করে এবং BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী মার্চ, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে।

অপরদিকে, JGTDSL ও LHBL এর মধ্যে গ্যাস ট্যাঙ্কি বিষয়ক বিল্যমান জটিলতার Place TR International Arbitration মামলার বিষয়ে লাফার্জ

জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ কয়। এবং Arbitrator নিয়োগ করায়।

জেজিটিডিএসএল কর্তৃক ঢাকা আইনী প্রতিষ্ঠান ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে JGTDSLএর পক্ষে স্থানীয় কাউলে পরামর্শদাত, আইনী প্রতিষ্টান Foley Hoag LLP, USA-কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেলরামর্শতা এবং Ms Sophie Napper-কে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের Arbitrator এর মাধ্যমে Presiding Arbitrator হিসেবে Ms, Juliet Blanch-কে নিয়োগ করায় Arbitral Triburnalগঠিত হয়েছে এবং উক্ত Arbitration মামলা বর্তমানে চলমান আছে।

১০. ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও কর্ম-পরিকল্পনা

জেজিটিডিএসএল এর অধিভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ কত্র হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী জুন ২০২২ এর মধ্যে বিদ্যমান গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহার দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিক্রান্ত হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কেরকারী খাতে যে সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো :

(ক) ফেঞ্চুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট আমেরিকান লিবার্টি পাওয়ার বিডি লি.-এ গ্যাস সরবরাহ ।

সিলেট জেলাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকায় বেসরকারিভাবে নির্মিতব্য ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গত ১৪-১০-২০২১ তারিখে Gas

Sales Agreement (GSA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত পাওয়ার প্লান্টে সব গ্যাস ব্যবহারের পরিমান ১২, এমএমসিএফড়ি।

(খ) মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এ গ্যাস সরব্বাহ!

মৌলভীবাজার জেলাধীন শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড নামে ব্যক্তি মালিকাধীন ২০ মেগাস্তয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Gas Sales Agreement (GSA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদ্যমান অবকাঠামো/সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন সাপেক্ষে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪-৫ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আলোচ্য অর্থ বছরে করোনা পরিচিতিতে অফিস আদালত ও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় শিল্পাঞ্চলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে। তবে এ বছরের মধ্যে করেনা মহামারীর প্রকোপ কমে গেলে এবং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনে গেলে জালালাবাদ গ্যাসের দৈনিক গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ১০০ হতে ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়তে পাচ্ছে। আগামী ২৩ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিল্প ও অন্যান্য খাতে দৈনিক গ্যাস ব্যবহার প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট-এ উপণীতহবে বলে আশা করা যায়।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলো :

খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে লক্ষ্য মাত্রা	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রকৃত সংযোগ	৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সারকারখানা	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	১	১	১৯
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	২	৪	১২৫
সি এন জি	-	-	৫৯
শিল্প	২	৯	১১৮
চা-বাগান	১	২	১০০
বাণিজ্যিক;			
ক) হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	-	-	৮০৩
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১	১	৪৫৯
আবাসিক	-	-	২,১৯,৭৭৫
মোট	৭	১৭	২,২১,৪৫৯

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আঞ্চিক/শাখার তথ্য মতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার হতে লিকেজ জনিত মোট দুর্ঘটনা/অনুঘটনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে।২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনার/অনুঘটনার বর্ণনা	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	২৬	৪২	বজ্রপাত, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বিতরণ/ সঞ্চালন পাইপে লিকেজ, গ্রাহকের অসচেতনতা ইত্যাদি।
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ লিকেজের সংখ্যা	১০২	২৬৮	
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৮৭২	৭৩৫	
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	৬৬	৫৯৯	
৫।	অন্যান্য (জরুরী শাখার কার্যক্রম)	৩৮	১০৬	
	মোট	১,১০৪	১,৭৫০	

NIS=National Integrity Strategy জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

GRS= Grievance Redress System অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

ক্রম	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের নাম
১	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, সিলেট পূর্ব
২	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, সিলেট পশ্চিম
৩	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, সিলেট উত্তর
৪	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, সিলেট দক্ষিণ
৫	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, গোলাপগঞ্জ
৬	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, ফেঞ্চুগঞ্জ
৭	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, বিয়ানীবাজার
৮	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, ছাতক
৯	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
১০	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, মৌলভীবাজার

১১	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল
১২	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, কুলাউড়া
১৩	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, নবীগঞ্জ
১৪	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, হবিগঞ্জ
১৫	আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়, শাহজীবাজার